প্রেস এপিলেট বোর্ড
ও
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল
৪০, তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

আপীল নং-১/২০১৮

জনাব রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ — আপীলকারী
ঠিকানাঃ ৪২, ইউ এন রোড
বারিধারা ঢাকা।

বনাম

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট — প্রতিপক্ষ
ঢাকা।

প্রেস এপিলেট বোর্ডের উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ ঃ

১। বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ	চেয়ারম্যান
২। গোলাম সারওয়ার	সদস্য
৩। মোঃ মিজান-উল-আলম	সদস্য

আপীলকারী	ঃ স্বয়ং উপস্থিত
প্রতিপক্ষ	ঃ উপস্থিত
শুনানীর তারিখ	ঃ ২৫/০৪/২০১৮খ্রিঃ, ২২/০৫/২০১৮খ্রিঃ ও ২৮/০৫/২০১৮খ্রিঃ
প্রচারের তারিখ	ঃ ০৪/০৭/২০১৮

রায়

আপীলকারীর আর্জিঃ

আপিলকারী ২৬/১০/২০১৭ তারিখে পত্রিকা প্রকাশের আবেদনপত্র জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ঢাকা বরাবর দাখিল করেন। রেসপনডেন্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট থেকে কোন রকম জবাব না পেয়ে আপিলকারী বিগত ০৯/০১/২০১৮ তারিখে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বরাবরে তাঁর পত্রিকা প্রকাশের জন্য দাখিলকৃত আবেদন পত্রের অবস্থা কি জানতে চেয়ে দরখাস্ত দিয়েছেন। কিন্তু কোন উত্তর পাননি বলে দাবী করেন। তারপর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিরবতায় সংক্ষোব্দ হয়ে ০৭/০২/২০১৮ তারিখে বর্তমান আপিলটি ফাইল করেন।

আপিল রেজিস্ট্রি করে বোর্ড প্রতিপক্ষকে জবাব দাখিল করার জন্য ০৭/০৩/২০১৮ তারিখ নির্ধারণ করে নোটিশ প্রেরণ করা হয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ঢাকা ০৭/০৩/২০১৮ তারিখে জবাব দাখিল করেনি এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ন্যায় বিচারের স্বার্থে ২২/০৩/২০১৮ তারিখে জবাব দাখিলের সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু ২২/০৩/২০১৮ তারিখে প্রতিপক্ষ জবাব দাখিল করেনি। এমতাবস্থায়, ১০/০৪/২০১৮ তারিখে জবাব দাখিলের পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ করে প্রতিপক্ষকে নোটিশ প্রদান করা হয় কিন্তু প্রতিপক্ষ জবাব দাখিল করেনি। পরিশেষে বোর্ড ২৫/০৪/২০১৮ তারিখ একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য করে এবং পরবর্তী তারিখ নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দেয়া হয়। প্রেস এপিলেট বোর্ডের অন্যতম বিজ্ঞ সদস্য জনাব গোলাম সারওয়ার দেশের বাহিরে থাকায় আপিলটির একতরফা শুনানী মূলতবি করা হয়। পরবর্তীতে ২২/০৫/২০১৮ তারিখে একতরফা শুনানীর দিন ধার্য করে নোটিশ দিয়ে প্রতিপক্ষকে জানিয়ে দেয়া হয়। আপিলকারী উপস্থিত ছিলেন এবং প্রেস এপিলেট বোর্ডের অন্যতম বিজ্ঞ সদস্য বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকায় উপস্থিত হতে পারেনি। ফলে আপিলটি একতরফা শুনানীর পর্যায় থেকে মুলতবি করা হয় এবং ২৮/০৫/২০১৮ তারিখে একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য করা হয়।

২৮/০৫/২০১৮ তারিখ আপিলকারী স্বয়ং হাজির হয়েছেন এবং রেসপনডেন্ট এর পক্ষে মোছাঃ তাছলিমা আকতার, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা উপস্থিত হয়েছেন। প্রতিপক্ষ কোন জবাব দাখিল করেনি। আপিলকারী শুনানীর প্রারম্ভে **"দি নিউজ টুডে"** ২৯/০৩/২০১৮ ও ৩০/০৩/২০১৮ তারিখের পত্রিকা দাখিল করেন এবং নিবেদন করেন যে, তিনি এই পত্রিকায় সম্পাদক হিসেবে প্রায় ১৬ বছর কাজ করেছেন। তিনি প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড থেকে আর্থিক সচ্ছলতার একটি প্রত্যায়ন পত্র এবং ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং ছাপাখানা চুক্তিপত্র তারিখ ১০/১০/২০১৭ দাখিল করেছেন। তিনি বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল এর মনোনিত সদস্য হিসেবে কর্মরত আছেন মর্মে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রেস-২ শাখার প্রজ্ঞাপন তারিখ ০৩/০৮/২০১৭ দাখিল করেছেন। তিনি নিবেদন করেন যে পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি প্রাপ্তির জন্য সকল কাগজ দাখিল করেছেন কিন্তু চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর থেকে প্রস্তাবিত **'Daily Financial Herald'** পত্রিকার ছাড়পত্র দাখিল করতে পারেনি তবে কর্তৃপক্ষ **'Daily Financial Herald'** নামে কোন পত্রিকা বাংলাদেশে প্রকাশিত হচ্ছেনা বলে তাকে মৌখিকভাবে জানিয়েছেন। তিনি আরও নিবেদন করেন যে আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়পত্রের জন্য চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরকে চিঠি লিখে থাকেন এবং সেই মর্মে ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোন কার্যক্রম আরম্ভ করেননি বিধায় ছাড়পত্র প্রাপ্তির সুযোগ হয়নি। তিনি আরও নিবেদন করেন যে, তিনি দীর্ঘ ৫০ বছর যাবত এ পেশায় নিয়োজিত আছেন এবং সর্বশেষ তিনি **"দি নিউজ টুডে"** পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তিনি ০৬/০৮/২০১৭ তারিখের প্রজ্ঞাপন এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে তাঁর ক্ষেত্রে পুলিশ রিপোর্ট প্রযোজ্য নয়। কারণ তিনি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়ে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল এর সদস্য হিসেবে কর্মরত আছেন এবং এর চাইতে বড় রিপোর্ট আর কিছুই হতে পারে না। পরিশেষে, তিনি নিবেদন করেন যে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর থেকে তাঁর প্রস্তাবিত **'Daily Financial Herald'** মর্মে পত্রিকার ছাড়পত্র গ্রহণ পূর্বক তাকে পত্রিকা প্রকাশনার অনুমোদন দিতে আইনগত কোন বাধা নেই। তিনি তাঁর আপিল মঞ্জুর করার জন্য আবেদন করেন।

প্রতিপক্ষ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ঢাকা এর পক্ষে মোছাঃ তাছলিমা আকতার, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিবেদন করেন যে, আপিলকারী প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করেনি বিধায় কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়নি এবং পত্রিকা প্রকাশের জন্য চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র সংগ্রহ করা সম্ভব ও হয়নি। এতে প্রতিপক্ষের কোন রকম শিথিলতা ছিল না। পরিশেষে, তিনি নিবেদন করেন যে প্রতিপক্ষ আপিল আদালতের আদেশ পেলে আইন অনুসারে যা কিছু করার দরকার সেইভাবে তা প্রতিপালন করবেন। এমতাবস্থায়, আপিল না মঞ্জুর করার নিবেদন করেন।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বার্থে ১৯৭৩ সনের ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ) আইনের ৭ এবং ১২ ধারা উদ্ধৃত করা হলো।

7. The printer and the publisher of every newspaper shall appear, in person or by agent authorized in this behalf in accordance with the rules, before the District Magistrate within whose local jurisdiction such newspaper shall be printed or published and shall make and subscribe, in duplicate originals, a declaration in Form B.

12. (1) Subject to the provisions of sub-section (2), each of the duplicate originals of every declaration made and subscribed official seal of the District Magistrate before whom the said declaration is made.
(2) The District Magistrate shall not authenticate the declaration unless he is satisfied that-
(a) the proprietor, the printer and the publisher are citizens of Bangladesh;
(b) the proprietor, if he himself is not the printer or the publisher, has authorized the making of such declaration;
(c) the title of the newspaper proposed to be published is not the same as the title of any newspaper already being publisher in the same language at any place in the country, not being a newspaper of different periodicity published by the same publisher or another edition of the same newspaper published from another place;

(d) the printer or the publisher was not convicted of an offence involving moral turpitude within five years before the date of his making and subscribing a declaration under section7;

(f) the printer or the publisher has not been found to be a lunatic or of unsound mind by any court;

(g) 2[the proprietor or the publisher] has the financial resources required for regularly publishing the newspaper; and

(h) the editor possesses reasonable educational qualification or has had adequate training or experience in journalism.

(3) If the District Magistrate refuses to authenticate the declaration, the person making the declaration may, within Forty-five days of such refusal, prefer an appeal to the 2[Press Appellate Board] whose decision there on shall be final.

(4) If the District Magistrate fails to authenticate the declaration within sixty days of the making thereof, the person making the declaration may prefer an application to the 3[Press Appellate Board] praying for an order directing the District Magistrate to authenticate the declaration, and the 4[Press Appellate Board] shall make such order on such application as it may deem fit.

দাখিলকৃত কাগজপত্রগুলি পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে আপিলকারী স্নাতকোত্তর। বয়স ৭২ বছর এবং সাংবাদিকতায় ৫০ বছর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি **"দি নিউজ টুডে"** পত্রিকার সম্পাদক, যার প্রমাণ স্বরুপ ২৯/০৩/২০১৮ এবং ৩০/০৩/২০১৮ তারিখের পত্রিকা দাখিল করেছেন। প্রস্তাবিত 'Daily Financial Herald' পত্রিকা শামীম প্রিন্টিং প্রেস, ২১৮-ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০ ছাপাখানা থেকে মুদ্রণ করা হবে মর্মে একটি চুক্তিপত্র দাখিল করেছেন।

আপিলকারীর আর্থিক সচ্ছলতা প্রমাণের জন্য প্রাইম ব্যাংক থেকে একটি সার্টিফিকেট তারিখ ১৮/০৪/২০১৮ দাখিল করেছেন। আপিলকারীর সার্টিফিকেটটি পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে ২৫ মার্চ পর্যন্ত আপিলকারীর ব্যাংক একাউন্ট এ ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা গচ্ছিত আছে। তিনি প্রেস কাউন্সিল এর সদস্য মর্মে তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রেস-২ শাখা এর ০৬/০৮/২০১৭ তারিখের প্রজ্ঞাপন দাখিল করেছেন। তিনি বর্তমানে প্রেস কাউন্সিল এর সদস্য আছেন এবং বিগত মেয়াদেও তিনি কাউন্সিল এর সদস্য ছিলেন। তিনি প্রস্তাবিত **'Daily Financial Herald'** পত্রিকা প্রকাশের জন্য চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র দাখিল করতে পারেননি যদিও তিনি তদ্রুপ পত্রিকা বাংলাদেশে প্রকাশিত হচ্ছে না মর্মে মৌখিকভাবে নিশ্চিত করেছেন। দাখিলকৃত কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে আপিলকারী ১২ (২) ধারার ১২ (২) (গ) ব্যতিত সকল শর্ত পূরণ করেছেন মর্মে পরিলক্ষিত হচ্ছে। ১২(২) (গ) পূরণ করতে পারলে ৭ ধারার বিধান মতে পত্রিকার ঘোষণা প্রমাণীকরণ (Declaration of Authentication) পেতে পারেন।
সার্বিক মূল্যায়ণে দাখিলকৃত কাগজপত্র সন্তোষজনক বিধায় ১২(২) (গ) ধারার আলোকে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র পেলে প্রস্তাবিত পত্রিকার ঘোষণা প্রমাণীকরণ (ধারা ৭) করতে আইনগত কোন বাধা থাকবেনা।
উপর্যুক্ত আলোচনা ও দাখিলকৃত কাগজপত্রগুলি মূল্যায়ণ এর প্রেক্ষিতে বর্তমান আপিলটি মঞ্জুরযোগ্য। অতএব, আপিলটি মঞ্জুর করা হলো।
উপর্যুক্ত পর্যবেক্ষণ এর আলোকে রায় প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র প্রাপ্তির জন্য চিঠি প্রেরণের প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র প্রাপ্তির পর ১ (এক) মাসের মধ্যে ১৯৭৩ সনের ছাপাখানা ও প্রকাশনা ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ) আইনের ৭ ধারার আলোকে প্রস্তাবিত **'Daily Financial Herald'** পত্রিকার ঘোষণা প্রমাণীকরণ (Declaration of Authentication) করার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হলো।

পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য দাখিলকৃত মূল কাগজপত্রগুলির ফটোকপি সংরক্ষণ করে প্রতিপক্ষের নিকট প্রেরণ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো।
অবগতির জন্য রায়ের একটি অনুলিপি চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর এ প্রেরণ করার জন্য সচিবকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-

বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ

চেয়ারম্যান

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত/-

গোলাম সারওয়ার
সম্পাদক
দৈনিক সমকাল
ও
সদস্য প্রেস এপিলেট বোর্ড

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত/-

মোঃ মিজান-উল-আলম
(যুগ্ম সচিব)
তথ্য মন্ত্রণালয়
ও
সদস্য প্রেস এপিলেট বোর্ড